JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

শব্দের যোগ্যতার বিকাশ ও একই শব্দ ভিন্নার্থে প্রয়োগ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ আছে যেগুলো ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এসব শব্দের প্রত্যেকটি নিজস্ব আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত একাধিক বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। একটি শব্দ কত বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়ে ভাষায় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে, তার পরিচয় শব্দটির বিভিন্নার্থক প্রয়োগে পাওয়া যায়।

শব্দ দুটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। যথা : ক. বাচ্যার্থ ও খ. লক্ষ্যার্থ।

বাচ্যার্থ : যেসব শব্দ তাদের আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, ঐ আভিধানিক অর্থই তাদের বাচ্যার্থ। যেমন : গরুর একটি মাথা আছে। এখানে 'মাথা' বলতে গরুর 'দেহের অঙ্গবিশেষ' কে বোঝাচ্ছে। এটি 'মাথা' শব্দের আভিধানিক অর্থ বা বাচ্যার্থ।

লক্ষ্যার্থ : যেসব শব্দ তাদের আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে, অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, ঐ অন্য অর্থগুলোই তাদের লক্ষ্যার্থ। যেমন : ছেলেটির মাথা ভালো। এখানে 'মাথা' বলতে 'মেধা' বোঝাচ্ছে। এটি 'মাথা' শব্দের আভিধানিক অর্থে নয়, বরং অন্য অর্থ। এ অন্য অর্থটিই 'মাথা' শব্দের লক্ষ্যার্থ। শব্দের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের পার্থক্য নানাভাবে হয়ে থাকে। যেমন :

০১. **শব্দের উৎকর্ষ প্রাপ্তিতে :** 'আকাশ কুসুম ভাবনা।' এখানে ভাবনার সঙ্গে আকাশ বা কুসুমের কোনো সম্পর্ক নেই। এর অর্থ 'অসম্ভব কল্পনা।'

০২. **শব্দের অপকর্ষ (বা অধোগতি) বোঝাতে :** ছেলেটি বড় জ্যাঠামি করছে। এখানে 'জ্যাঠামি' শব্দের সঙ্গে 'জ্যাঠা' র (পিতার বড় ভাইয়ের) কোনো সম্পর্ক নেই; শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'পাকামি' অর্থে।

০৩. **শিষ্টরীতি বা রীতিসিদ্ধ প্রয়োগঘটিত :** ছেলেটি তার বাবার মুখ রেখেছে। এখানে 'মুখ' বলতে 'দেহের অঙ্গবিশেষ' বোঝায় না, বোঝায় 'মান' বা 'সম্মান'।

০৪. **শব্দের অর্থ সঙ্কোচে :** তিনি আমার বৈবাহিক। এখানে 'বৈবাহিক' শব্দ 'বিবাহ সূত্রে সম্পর্কিত' অর্থ বোঝাচ্ছে না; বরং ছেলে বা মেয়ের শ্বশুর সম্পর্কিত ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে।

০৫. **শব্দের অর্থান্তর প্রাপ্তিতে :** ছেলের শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব পাঠানো হয়েছে। এখানে 'তত্ত্ব' শব্দটি তার আভিধানিক অর্থ 'সংবাদ' বোঝাচ্ছে না। বরং বোঝাচ্ছে 'উপঢৌকন। একে নতুন অর্থের আগম বলা যায়। কাজেই দেখা যায়, কোনো শব্দ তাদের আভিধানিক অর্থ ছাড়াও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বিশেষ্য পদের প্রয়োগ

মাথা

০১. মাথা (বুদ্ধি)– ছেলেটার অঙ্কে মাথা নেই।
০২. মাথা (লাভ)– লেখাপড়া করে হবে কি মাথা!
০৩. মাথা (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি)– চৌধুরী সাহেব সমাজের মাথা।
০৪. মাথা কাটা যাওয়া (অত্যন্ত লজ্জা পাওয়া)– কুটুমের ঘরে তোমার হ্যাংলামো দেখে আমার মাথা কাটা গেল।
০৫. মাথা দেওয়া (সাহায্য করা)– বিপদ-আপদে যে মাথা দেয়, সে-ই প্রকৃত বন্ধু।
০৬. মাথা ধরা (মাথায় যন্ত্রণা হওয়া)– ওষুধ খেয়ে রোগীর মাথা ধরেছে।
০৭. মাথা পাতা (সম্মত হওয়া)– এ কাজে আমি মাথা পাততে পারি না।
০৮. মাথায় আসা (বোধগম্য হওয়া)– অঙ্কটি কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না।
০৯. মাথা খাওয়া (নষ্ট করা)– অতি আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়ো না।
১০. মাথা ঠেকান (প্রণাম করা)– ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।

হাত

০১. হাত করা (বশীভূত করা)– চাকরটাকে হাত করে চোর ঘরে ঢুকেছে।
০২. হাত থাকা (প্রভাব)– এ ব্যাপারে আমার হাত নেই।
০৩. হাতে পাওয়া (আয়ত্তে পাওয়া)– অনেকদিন পর তাকে হাতে পেয়েছি।
০৪. হাত পাতা (অনুগ্রহ চাওয়া)– আমি তার কাছে হাত পাততে পারব না।
০৫. হাত দেওয়া (কাজে লাগান)– এক সপ্তাহ ধরে কাজটিতে হাত দিতে পারি না।
০৬. হাতটান (চুরির অভ্যাস)– হাতটানের জন্য চাকরটাকে বিদায় দেওয়া হয়েছে।
০৭. হাত তোলা (প্রহার করা)– গরিবের গায়ে হাত তোলা ভালো নয়।
০৮. হাত দেখা (ভাগ্য গণনা করা)– জ্যোতিষী তার হাত দেখেছে।
০৯. হাতে খড়ি হওয়া (প্রাথমিক শিক্ষা)– শিরিনের হাতে খড়ি হয়েছে।
১০. হাতে যশ (সুখ্যাতি)– ডা. ইসলাম সাহেবের হাত যশ আছে।
১১. হাত চালা (তাড়াতাড়ি করা)– একটু হাত চালাও বাছারা, অনেক কাজ যে বাকি।
১২. হাতজোড় করা (ক্ষমা চাওয়া)– ঘাট হয়েছে ভাই, আর বকো না; তোমার কাছে হাতজোড় করছি।
১৩. হাত পাকা (দক্ষ হওয়া)– চেষ্টা করলেই হাত পাকাতে পারবে।

মুখ

০১. মুখ রাখা (মান রাখা)– ছেলেটা তার বাবার মুখ রেখেছে।
০২. মুখ উজ্জ্বল করা (গৌরব বাড়ানো)– সুপুত্র বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে।
০৩. মুখ চাওয়া (নির্ভর করা)– আমি তার মুখ চেয়ে বসে আছি।
০৪. মুখ তোলা (প্রসন্ন হওয়া)– খোদা দরিদ্র লোকটির দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।
০৫. মুখে খই ফোটা (বেশি কথা বলা)– মনে হয়, বক্তার মুখে যেন খই ফুটছে।
০৬. মুখ সামলানো (সংযত হওয়া)– খবরদার, মুখ সামলিয়ে কথা বলো।
০৭. মুখ করা (তিরস্কার করা)– আমি আপনার খাই, না পরি; আমাকে মুখ করছেন কেন?
০৮. মুখ চুন করা (লজ্জা পাওয়া)– ছোট ভাইয়ের অভদ্র ব্যবহারে আমার মুখ চুন হয়েছে।
০৯. মুখ ভার করা (অভিমান করা)– মুখ ভার করে বসে থেকে কি লাভ?
১০. মুখ ফুটে বলা (সাহস করে বলা)– এ সামান্য কথাটা মুখ ফুটে তুমি বলতে পারবে না।
১১. মুখচোর (লাজুক)– তার মতো মুখচোরা ছেলে আবার আইন পড়ে।
১২. মুখবন্ধ (ভূমিকা)– মুখবন্ধে বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।
১৩. মুখ লাল হওয়া (রাগান্বিত হওয়া)– তার কথা শুনে কবির সাহেবের মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল।

চোখ

০১. চোখ দেখা (চোখ পরীক্ষা করা)– ডাক্তার সাহেব রোগীর চোখ দেখে চশমা নিতে বললেন।
০২. চোখ পাকানো বা রাঙানো (রাগ দেখানো)– তোমার চোখ রাঙানিতে ঘাবড়াবো, সে লোক আমি নই।
০৩. চোখ উঠা (চক্ষুরোগ বিশেষ)– ছেলেটির চোখ উঠেছে।
০৪. চোখ ঠারা (চোখ দিয়ে ইশারা করা)– আমি যে তোমাকে চোখ ঠারতে (টিপতে) দেখেছি।
০৫. চোখ ফোটা (প্রকৃত জ্ঞান হওয়া)– কবে যে তোমার চোখ ফুটবে কে জানে।
০৬. চোখ রাখা (দৃষ্টি রাখা)– ছেলেটির প্রতি একটু চোখ রেখো।
০৭. চোখ খোলা (বোধ হওয়া)– কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার কতখানি চোখ খুলে গেছে সে তো জানে না।
০৮. চোখে ধুলো দেওয়া (ঠকানো)– পরের চোখে ধুলো দিয়ে আর কতদিন চলবে?
০৯. চোখের মাথা খাওয়া (না দেখা)– পা মাড়িয়ে যাও কেন, চোখের মাথা খেয়েছো?
১০. চোখের দেখা (দর্শন)– মাঝে মাঝে চোখের দেখা দিও, বন্ধু।
১১. চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো (দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশেষভাবে বুঝানো)– সে এত বোকা যে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে কিছুই বুঝবে না।
১২. চোখ টাটানো (ঈর্ষা হওয়া)– পরের মঙ্গল দেখলে তোমার এত চোখ টাটায় কেন, বল তো?

গা

০১. গায়ে মাখা (গ্রাহ্য করা)– ছেলেটি বড় বেহায়া; কোন কথাই গায়ে মাখে না।
০২. গা ঢাকা দেওয়া (আত্মগোপন করা)– অন্ধকারে লোকটা গা ঢাকা দিল।
০৩. গায়ে হাত তোলা (প্রহার করা)– গরিবের গায়ে হাতে তুলো না।
০৪. গায়ে কাঁটা দেওয়া (রোমাঞ্চিত হওয়া)– সেই রাতের কথা মনে পড়তে আমার গায়ে এখনও কাঁটা দিয়ে ওঠে।
০৫. গা করা (মন দেওয়া)– বসে থেকে কি হবে? গা করে কাজ করো।
০৬. গা জুড়ানো (স্বস্তি পাওয়া)– তোমার ঐ দশটি টাকায় আমার গা জুড়াবে না।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মন

০১. মন উঠা (সন্তুষ্ট হওয়া)– যতই দাও না কেন, তার কিন্তু মন উঠবে না।
০২. মন পড়া (পছন্দ হওয়া)– মেয়েটিতে তার মন পড়েছে।
০৩. মন লাগা (মনোযোগ হওয়া)– কিছুতেই কাজে মন লাগছে না।
০৪. মনে পড়া (স্মরণে আসা)– কবিতার লাইনটা মনে পড়ছে না।
০৫. মনে ধরা (পছন্দ হওয়া)– কলমটি আমার মনে ধরেছে।
০৬. মন পাওয়া (ভালোবাসা পাওয়া)– এতো করেও তোমার মন পাইনি।
০৭. মনের মিল (সদ্ভাব)– ওদের দুজনের মধ্যে মনের মিল নেই।
০৮. মন কষাকষি (মনোমালিন্য)– সম্পত্তি নিয়ে উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি আছে।

বুক

০১. বুক বাঁধা (মন দৃঢ় করা)– পিতৃহীন ছেলেটি বুক বেঁধে জীবন সংগ্রামে নেমেছে।
০২. বুক ফাটা (হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া)– কোন কোন মেয়ের বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না।
০৩. বুকের পাটা (সাহস)– কেঁচো দেখলে যে ভয় পায়, তার আবার বুকের পাটা।
০৪. বুক পাতা (সাহায্য করা)– প্রকৃত মানুষ যাঁরা, তাঁরা পরের জন্য বুক পাততে পারেন।
০৫. বুক ফুলা (গর্ব করা)– ছেলের চাকরি হওয়ায় বুড়োর বুক ফুলেছে।
০৬. বুকে লাগা (আঘাত পাওয়া)– তোমার কঠোর বাক্য বন্ধুর বুকে লেগেছে।
০৭. বুক লাগান (সাহায্য করা)– পরের বিপদে বুক লাগান মহত্ত্বের কাজ।

কথা

০১. কথা দেওয়া (প্রতিশ্রুতি দেওয়া)– দশটি টাকা দেবো বলে তাকে আমি কথা দিয়েছি।
০২. কথা চলা (প্রস্তাব হওয়া)– আমাদের গ্রামে একটি হাইস্কুল খোলার কথা চলছে।
০৩. শেষ কথা (শেষ জবাব)– সে কোনো সাহায্য পাবে না; এ-ই আমার শেষ কথা।
০৪. কথা (তুলনা)– বড় লোকের ছেলে তুমি, তোমার সঙ্গে কার কথা!

কান

০১. কান দেওয়া (শোনা)– কারো কথায় সে কান দেয় না।
০২. কানে ওঠা (কর্ণগোচর হওয়া)– তোমার অপরাধের কথা তোমার বাবার কানে উঠেছে।
০৩. কান পাতা (শোনার জন্য মনোযোগ দেওয়া)– দুষ্ট ছেলেটি বুড়োদের আলাপে কান পেতে থাকে।
০৪. কানে তোলা (কথা উত্থাপন করা)– এসব তুচ্ছ কথা তার কানে তুলে লাভ নেই।
০৫. কানে বাজা (রেশ থাকা)– তার কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজছে।
০৬. কানে লাগা (শুনতে মধুর লাগা)– ছোট শিশুর কথা কানে লাগে।
০৭. কান ভাঙা (কুমন্ত্রণা দেওয়া)– আত্মসিদ্ধির জন্য অন্যের কান ভাঙা উচিত নয়।
০৮. কান ভার করা (সন্দেহ সৃষ্টি করা)– ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে স্বামীর কান ভার করল মীরা।

পা

০১. পা বাড়ানো (অগ্রসর হওয়া)– পা বাড়িয়ে চল; সাফল্য তোমার আসবেই।
০২. পা চালান (দ্রুতবেগে চলন)– অফিসের সময় হওয়াতে সে পা চালিয়ে চলে গেল।
০৩. পায়ে ঠেলা (তুচ্ছ করা)– হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।
০৪. পায়ে পড়া (ক্ষমা চাওয়া)– কৃত অপরাধের জন্য ছাত্রটি শিক্ষকের পায়ে পড়ল।
০৫. পায়ে ধরা (অনুরোধ করা)– ওর মতো কৃপণের পায়ে ধরলেও দুটি টাকা পাবে না।
০৬. পা চাটা (হীন খোশামোদ করা)– দুমুঠো ভাতের জন্য কারো পা চাটাতেও তার আপত্তি নেই।
০৭. পায়ে তেল দেওয়া (তোষামোদ করা)– কর্তার পায়ে তেল দিয়ে প্রমোশন আমি চাই না।
০৮. পায়ে রাখা (আশ্রয় দেওয়া)– এতিম ছেলেটাকে অন্তত পায়ে রাখুন।

কাজ

০১. কাজ দেওয়া (সাহায্য করা)– ভালো গাড়ি পুরনো হলেও কাজ দেয়।
০২. কাজ হওয়া (প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া)– শিক্ষা ছাড়া জীবনে টাকাতে কাজ হয় না।
০৩. কাজে লাগা (প্রয়োজনে আসা)– ছেঁড়া চাদরটি রেখে দাও; কাজে লাগবে।
০৪. কাজ পাওয়া (কর্মের সংস্থান হওয়া)– অনেক চেষ্টা করে সে একটা ভালো কাজ পেয়েছে।
০৫. কাজ যাওয়া (চাকরি যাওয়া)– চরিত্রহীনতার অপরাধে তার কাজ গিয়েছে।
০৬. কাজ হাসিল করা (উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া)– কেবল মধুর কথায় কাজ হাসিল করা যায় না।
০৭. কাজের বার হওয়া (অকেজো হওয়া)– কলমটি কাজের বার হয়ে গিয়েছে।

বিশেষণ পদের প্রয়োগ

পাকা

০১. পাকা (পক্ব)– গাধায় খায় পাকা কলা, শুকরে খায় পান।
০২. পাকা (পূর্ণ বয়স)– পাকা হাড়ে অনেক সহ্য করা যায়।
০৩. পাকা (অভিজ্ঞ)– রহমান সাহেব পাকা ডাক্তার।
০৪. পাকা (খাঁটি)– পাকা সোনার অলংকার টিকে বেশি।
০৫. পাকা (স্থায়ী)– পাকা রঙের শাড়ি দামে সস্তা নয়।
০৬. পাকা (সাদা)– বুড়োর পাকা চুলের বহর দেখো।
০৭. পাকা (নিখুঁত)– পাকা কাজে খুঁত থাকে না।
০৮. পাকা (নিপুণ)– পাকা ব্যবসায়ীর হিসেবে ভুল নেই।
০৯. পাকা (সম্পূর্ণ)– এ কাজটি করতে শাহিনের পাকা সপ্তাহ লেগেছে।

কাঁচা

০১. কাঁচা ইট (আপোড়া ইট)– কাঁচা ইটের দালান ঝড়ে পড়ে যাবে।
০২. কাঁচা মাংস (অসিদ্ধ মাংস)– আদিম যুগে মানুষ কাঁচা মাংস খেত।
০৩. কাঁচা লোক (অনিপুণ লোক)– মতিন সাহেব কাঁচা লোক নন।
০৪. কাঁচা ঘুম (সদ্য ঘুম)– ছেলেটাকে কাঁচা ঘুমে ডেকো না।
০৫. কাঁচা রং (অস্থায়ী রং)– শাড়িখানির রং কাঁচা।
০৬. কাঁচা রাস্তা (মাটির রাস্তা)– গ্রাম অঞ্চলে প্রায় কাঁচা রাস্তা থাকে।
০৭. কাঁচা হাত (অনিপুণ হাত)– কাঁচা হাতের লেখা; কত আর ভালো হবে।
০৮. কাঁচা পয়সা (নগদ পয়সা)– আমিনুদ্দীন যুদ্ধের বাজারে প্রচুর কাঁচা পয়সা করেছিল।
০৯. কাঁচা বয়স (অল্প বয়স)– কাঁচা বয়সে সব ছেলেমেয়েই বেয়াড়া হয়।
১০. কাঁচা মাথা (অপক্ব)– ছেলেটির অঙ্কে কাঁচা মাথা বলে প্রতি বছরই ফেল করে।

মোটা

০১. মোটা (স্থূল)– মোটা বুদ্ধিতে সব কাজ হয় না।
০২. মোটা (অমসৃণ)– মোটা কাপড় আমি পারি না।
০৩. মোটা (মিহি নয় এমন)– মোটা ভাত ও মোটা কাপড়েই সে তুষ্ট।
০৪. মোটা (বড়)– মোটা কলমে ভালো লেখা হয়।
০৫. মোটা (জোর)– সব সময় মোটা গলায় কথা বলো না।
০৬. মোটা (খারাপ)– কাউকে মোটা কথা বলা ভালো নয়।
০৭. মোটা (বেশি)– মোটা আয়ের লোক গরিবকে চোখে দেখে না।
০৮. মোটা (বহু)– আমার মোটা কাজ আছে।
০৯. মোটা (প্রচুর)– মোটা ধার নিলে শেষে শোধ করতে পারবে না।

কড়া

০১. কড়া (কঠোর)– কড়া কথায় কারো মনে আঘাত দিয়ো না।
০২. কড়া (প্রখর)– কড়া রোদে দৌড়ান ভালো নয়।
০৩. কড়া (মেজাজি)– বড় কর্তা কড়া লোক।
০৪. কড়া (তীব্র)– কড়া ওষুধে সহসায় রোগ সারে।
০৫. কড়া (সতর্ক)– বাড়িতে কড়া পাহারা দিতে হচ্ছে।
০৬. কড়া (খুব বেশি)– কড়া সুদে টাকা ধার করা ঠিক নয়।
০৭. কড়া (পাকা)– এটি কড়া রঙের কাপড়।
০৮. কড়া (উগ্র)– তার কড়া মেজাজ অসহনীয়।

শক্ত

০১. শক্ত (কড়া)– কাউকে শক্ত কথা বল না।
০২. শক্ত (কঠিন)– সে শক্ত বিপদে পড়েছে। অঙ্কটি খুবই শক্ত।
০৩. শক্ত (দুরারোগ্য)– বড় শক্ত পীড়ায় সে ভুগছে।
০৪. শক্ত (নির্দয়)– শক্ত লোক আমার পছন্দ হয় না।
০৫. শক্ত (মজবুত)– করিম সাহেবের হাতের কাজ খুবই শক্ত।
০৬. শক্ত (কঠিন)– সেগুন কাঠ অতি শক্ত।
০৭. শক্ত (অসিদ্ধ)– শক্ত মাংস খেতে নেই।
০৮. শক্ত (কৃপণ)– এই শক্ত লোক থেকে কোনরূপ সাহায্য মিলবে না।

বড়

০১. বড় (ধনী)– কলিম শেখ বড়লোক। বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
০২. বড় (উচ্চবংশ)– বড় ঘরের মেয়ে সেলিনা; অহংকার তার ফেটে ফেটে পড়ছে।
০৩. বড় (উচ্চপদস্থ)– অফিসের বড় বাবু বদমেজাজি লোক।
০৪. বড় (অত্যন্ত)– বড় বিপদে পড়েই তোমার কাছে এসেছিলাম।

CamScanner

বড় (উদার)– সম্রাট আকবর বড় মনের অধিকারী ছিলেন।
বড় (জ্যেষ্ঠ)– শামীমা বাপ-মায়ের বড় মেয়ে।
বড় (কঠোর)– সে আমার মুখের ওপর এত বড় কথা বলতে পারল!
বড় (বিশেষ)– বড়দিনের ছুটিতে লিপি বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেল।
বড় (জটিল)– তর্কবিদ্যা বড় বিদ্যা।
বড় (নিকট)– লোকটি আমার বড় কুটুম।

গরম

গরম (উগ্র)– আমাকে গরম মেজাজ দেখাবেন না।
গরম (অজীর্ণ)– পেট গরম বলে সে আজ ভাত খায়নি।
গরম (মূল্য বৃদ্ধি)– এখন কাপড়ের বাজার গরম।
গরম (অহংকার)– টাকার গরমে তার ঘুম হচ্ছে না।
০৫. গরম (কড়া)– পাওনা টাকার জন্য মহাজন গরম কথা বলতে ছাড়ে না।
০৬. গরম (উত্তাপ)– জ্বরে ছেলেটির গা গরম হয়েছে।
০৭. গরম (গ্রীষ্ম)– গরমকাল আমার মোটেই ভালো লাগে না।

ছোট

০১. ছোট (সংকীর্ণ)– লোকটার মন ছোট।
০২. ছোট (নীচ)– ছোট লোক কত ভদ্রতাই বা জানবে!
০৩. ছোট (কনিষ্ঠ)– ছোট ছেলেটি মা-বাবার আদুরে।
০৪. ছোট (তুচ্ছ)– অত ছোট কথায় কান দিও না।
০৫. ছোট (ক্ষুদ্র)– এ ছোট কাজটি করতে বেশি সময় লাগবে না।
০৬. ছোট (অপমানিত)– ছেলের দুর্ব্যবহারে আমি সমাজের কাছে ছোট হয়েছি।

ক্রিয়া পদের প্রয়োগ

কাটা

০১. নেশা কাটা (নেশা টুটে যাওয়া)– অনেক দিন পরে লোকটার মদের নেশা কেটে গেছে।
০২. ছক কাটা (নকশা কাটা)– ছক কেটে সব কাজ করা যায় না।
০৩. তাল কাটা (বেসুরা হওয়া)– হারমোনিয়ামের গোলযোগের জন্য গানের তাল কেটে যাচ্ছে।
০৪. সাপে কাটা (দংশন করা)– বৃদ্ধার ছেলেটিকে সাপে কেটেছে।
০৫. বই কাটা (বিক্রয় হওয়া)– বই ভালো না হলে কি বাজারে কাটে?
০৬. মেঘ কাটা (মেঘমুক্ত হওয়া)– আকাশের কালো মেঘ কেটে গেছে।
০৭. দিন বা সময় কাটা (অতিবাহিত হওয়া)– তোমার দিনকাল কেমন কাটছে?
০৮. দাগকাটা (মুদ্রিত হওয়া)– কথাটা আমার মনে কিন্তু দাগ কেটেছে।
০৯. রাত কাটা (যাপন করা)– গরিব লোক গাছতলায়ও রাত কাটাতে পারে।
১০. বিপদ কাটা (বিপদমুক্ত হওয়া)– তোমার বিপদ এখনো কাটেনি?
১১. জাবর কাটা রোমন্থন করা)– গরুগুলো জাবর কাটছে।
১২. ছড়া কাটা (ছড়া বলা)– কথায় কথায় ছড়া কাটা তার অভ্যাস।
১৩. পুকুর কাটা (পুকুর খনন করা)– বহু টাকা খরচ করে জমিদার সম্প্রতি একটি পুকুর কেটেছেন।

তোলা

০১. গুজব তোলা (রটনা করা)– যে মিথ্যা গুজব তোলে, সে দেশের শত্রু।
০২. ফুল তোলা (চয়ন করা)– সেলিনা বাগানে ফুল তুলছে।
০৩. সুর তোলা (সুর ভঁজা)– গায়ক গানের সুর তুলতে চেষ্টা করছে।
০৪. পটল তোলা (মারা যাওয়া)– সুশীলা অল্প বয়সেই পটল তুলেছে।
০৫. চাঁদা তোলা (চাঁদা সংগ্রহ করা)– দুর্গত এলাকার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাস্তায় রাস্তায় চাঁদা তুলতে নেমেছে।
০৬. হাত তোলা (প্রহার করা)– গরিবের গায়ে হাত তোলা উচিত নয়।
০৭. কথা তোলা (প্রসঙ্গ উত্থাপন করা)– বড় সাহেবের কাছে আমার কথাটা তুলেছে নাকি?
০৮. জাতে তোলা (সমাজে স্থান দেওয়া)– প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে জাতে তোলা হয়েছে।

উঠা

০১. রব উঠা (গুজব উঠা)– কুকর্মটি মতি মিয়া করেছে বলে রব উঠেছে।
০২. জাতে উঠা (সমাজে স্থান পাওয়া)– প্রায়শ্চিত্ত করে সে জাত উঠেছে।
০৩. জ্বলে উঠা (ক্রুদ্ধ হওয়া)– খুনি আসামির কথা শুনে হাকিম জ্বলে উঠলেন।
০৪. কানে উঠা (শুনতে পাওয়া)– কথাটা শেষ পর্যন্ত বাবার কানে উঠেছে।
০৫. মন উঠা (অসন্তুষ্ট হওয়া)– তোমার উপর থেকে আমার মন ওঠে গেছে।
০৬. খরচ উঠা (খরচ পোষানো)– এ ব্যবসায়ে মোটা টাকা লোকসান দিয়েছি; খরচ পর্যন্ত ওঠেনি।
০৭. রং উঠা (বিবর্ণ হওয়া)– কাপড়টার কাঁচা রং উঠে যাবে।
০৮. ভাত উঠা (আহার বন্ধ হওয়া)– এ গাঁয়ে তার ভাত উঠেছে।
০৯. চাঁদা উঠা (চাঁদা সংগৃহীত হওয়া)– সমিতিতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা উঠেছে।

ধরা

০১. দোষ ধরা (দেখানো)– পরের দোষ ধরার অভ্যাস ভালো না।
০২. তাল ধরা (উৎসাহ দেওয়া)– প্রতি কাজেই তাল না ধরলে হয় না।
০৩. রোগ ধরা (রোগাক্রান্ত হওয়া)– লোকটাকে শক্ত রোগে ধরেছে।
০৪. মনে ধরা (পছন্দ হওয়া)– কলমটি আমার মনে ধরেনি।
০৫. ট্রেন ধরা (ঠিক সময়ে ট্রেন পাওয়া)– বড্ড দেরি হয়ে গেছে, ট্রেন ধরতে পারব কী?
০৬. গলা ধরা (কুটকুট করা)– বুনো কচুতে গলা ধরে।
০৭. দাম ধরা (মূল্য নির্ধারণ)– ন্যায্য দাম ধরে গরুটি দিয়ে দাও।
০৮. কলম ধরা (লেখা শুরু করা)– শেষ পর্যন্ত আমাকে তার বিরুদ্ধে কলম ধরতে হলো।
০৯. ধরা (অনুরোধ করা)– বড় কর্তাকে ধরলেই চাকরি হয়ে যাবে।
১০. গান ধরা (গান গাওয়া)– অনেক সাধাসাধির পর তিনি গান ধরলেন।
১১. ফল ধরা (উৎপন্ন হওয়া)– এ বছর গাছটিতে প্রচুর ফল ধরেছে।
১২. ভাত ধরা (ভাত খাওয়া শুরু করা)– ডাক্তারের নির্দেশে রোগী বর্তমানে ভাত ধরেছে।
১৩. মাথা ধরা (মাথা ব্যথা)– কুইনাইন খেয়ে রোগীর মাথা ধরেছে।

লাগা

০১. পিছু লাগা (শত্রুতা করা)– সে আমার পিছু লেগেছে কেন বুঝতে পারছি না।
০২. জোড়া লাগা (সংলগ্ন হওয়া)– ভাঙা মন জোড়া লাগে না।
০৩. মন লাগা (মনোযোগ দেওয়া)– কাজে মন লাগাও।
০৪. চমক লাগা (আশ্চর্যান্বিত হওয়া)– দৃশ্যটি দেখে আমার চমক লেগেছে।
০৫. ভেল্কি লাগা (ধাঁ ধাঁ লাগা)– মন্ত্র আউড়িয়ে লোকের মনে ভেল্কি লাগানোর যুগ চলে গেছে।
০৬. নজর লাগা (কুদৃষ্টি লাগা)– রমেশবাবুর বাড়ির প্রতি চোরের নজর লেগেছে।
০৭. ভালো লাগা (পছন্দ হওয়া)– একই জায়গায় বেশিদিন ভালো লাগে না।
০৮. ঘাটে লাগা (ভিড়ান)– জাহাজ ঘাটে লেগেছে।
০৯. কাজে লাগা (শুরু করা)– সম্প্রতি এক নতুন কাজে লেগেছি।
১০. হাতে লাগা (হাতে আঘাত পাওয়া)– সাবধানে কাজ করো; নতুবা হাতে লাগবে
১১. অন্তরে লাগা (দুঃখ পাওয়া)– অমন তিরস্কার করো না; ছেলেটার অন্তরে লাগবে।
১২. উঠে পড়ে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা করা)– উঠে পড়ে লাগো, সংগ্রাম করো, জীবনে জয়ী হতে পারবে।

দেওয়া

০১. নাম দেওয়া (তালিকাভুক্ত হওয়া)– তরুণ ছেলেটি সৈন্য বিভাগে নাম দিয়েছে।
০২. সাড়া দেওয়া (আহ্বানে জবাব দান)– দেশের ডাকে সাড়া দেওয়া প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য।
০৩. জাত দেওয়া (মান বিনষ্ট করা)– অভাবে পড়ে মেয়েটি জাত দিয়েছে।
০৪. হানা দেওয়া (আক্রমণ করা)– দেশে শত্রু হানা দিয়েছে।
০৫. কান দেওয়া (শোনা)– গুজবে কান দিয়ো না।
০৬. প্রাণ দেওয়া (আত্মত্যাগ করা)– প্রকৃত দেশপ্রেমিক দেশের জন্য হেসে প্রাণ দিতে পারেন।
০৭. তা দেওয়া (উষ্ণতা দেওয়া)– মুরগি ডিমে তা দিচ্ছে।
০৮. ছুটি দেওয়া (বন্ধ দেওয়া)– কলেজ দুদিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে।
০৯. মুখ দেওয়া (খাওয়া)– বিড়াল দুধে মুখ দিয়েছে।
১০. চম্পট দেওয়া (পালিয়ে যাওয়া)– দুষ্ট ছেলেটা বাবার টাকা মেরে চম্পট দিয়েছে।
১১. টেক্কা দেওয়া (প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা)– বড় সাহেবের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে টিকতে পারবে না।
১২. ছেড়ে দেওয়া (মুক্তি দেওয়া)– পাখিটি ছেড়ে দাও।
১৩. কপাট দেওয়া (বন্ধ করা)– জোরে বাতাস আসছে, কপাট দিয়ে দাও।
১৪. লম্বা দেওয়া (পালিয়ে যাওয়া)– চোর বমাল লম্বা দিল।

CamScanner

রাখা

০১. পায়ে রাখা (আশ্রয় দেওয়া)– এ অধমকে পায়ে রেখ, হে খোদা!
০২. মান রাখা (সম্মান রাখা)– সুসন্তান বংশের মান রাখতে পারে।
০৩. মন রাখা (সন্তুষ্ট করা)– সকলের মন রেখে চলা কঠিন।
০৪. কথা রাখা (অনুরোধ রক্ষা করা)– আমার বিশ্বাস, সে আমার কথা রাখবে।
০৫. চোখ রাখা (নজর রাখা)– বাক্সটার প্রতি চোখ রেখো।
০৬. মনে রাখা (স্মরণ রাখা)– তোমার কথা মনে রেখেছি। 'রেখো মা দাসেরে মনে।'
০৭. নাম রাখা (সম্মান রাখা)– ছেলেটা বাপের নাম রেখেছে।
০৮. কথা রাখা (প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা)– শেষ পর্যন্ত কথা রাখলেন বড় সাহেব।

ছাড়া

০১. আশা ছাড়া (ত্যাগ করা)– ঐ চাকরির আশা ছেড়েছি।
০২. হাল ছাড়া (নিরাশ হওয়া)– এতো শীঘ্রই হাল ছাড়লে চলবে কি করে?
০৩. গলা ছাড় (উদাত্ত কণ্ঠ)– গলা ছেড়ে গান গাও।
০৪. চাকরি ছাড়া (ত্যাগ করা)– সে চাকরি ছেড়েছে।
০৫. জ্বর ছাড়া (জ্বর থামা)– ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছেড়েছে।
০৬. ট্রেন ছাড়া (যাত্রা করা)– মেইল ট্রেন কয়টায় ছাড়ে?
০৭. ছেড়ে দেওয়া (মুক্ত করা)– পাখিটাকে ছেড়ে দাও।
০৮. ঘর ছাড়া (গৃহত্যাগ করা)– ঘর ছেড়ে ছেলেটি পথে পথে ঘুরছে।

শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগে অর্থ-পার্থক্য

০১. মুখ বন্ধ করা (কথা থামানো)– টাকা দিয়ে সবার মুখ বন্ধ করতে পারি।
মুখবন্ধ করা (ভূমিকা করা)– মুখবন্ধ না করে আসলে কথা বলো।
০২. মুখ মারা (প্রথমেই বাধা দেওয়া)– এ প্রস্তাবের আগেই মুখ মেরেছি।
মুখে মারা (মুখে আঘাত করা; কথায় আঘাত করা)– হাতে মারতে হয় না; মুখে মারাই যথেষ্ট।
০৩. মন রাখা (সন্তুষ্ট রাখা)– বড় সাহেবের মন রাখতে চেষ্টা করো।
মন রাখা (স্মরণ রাখা)– তোমার কথা আমি মনে রেখেছি।
০৪. ভাত মারা (রুজির পথ নষ্ট করা)– কারো ভাত মারা উচিত নয়।
ভাতে মারা (উপোস রেখে মারা)– হাতে না মারলেও ভাতে মেরেছে।
০৫. ঘর পাতা (সংসার পাতা)– মেয়েটি সুখে ঘর পেতেছে।
ঘরে পাতা (গৃহে প্রস্তুত)– ঘরে পাতা দই সব সময়ই ভালো।
০৬. হাত দেওয়া (আরম্ভ করা)– অনেক দিন এই কাজটিতে হাত দিতে পারছি না।
হাতে দেওয়া (হাতে প্রদান করা)– বইটা তার হাতে দিয়ে দাও।
০৭. মাথা রাখা (শয়ন করা)– বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়।
মাথায় রাখা (শ্রদ্ধা করা)– তাঁর মতো শিক্ষককে সব ছাত্রই মাথায় রাখে।
০৮. গা দেওয়া (মনোযোগ দেওয়া)– গা দিয়ে কাজ কর; চুপ করে বসে থেকো না।
গায়ে দেওয়া (পরিধান করা)– কম্বল গায়ে দেওয়া আমার অভ্যাস নয়।
০৯. হাত পড়া (ছোঁয়া লাগা)– এ খাবারে কারো হাত পড়েনি।
হাতে পড়া (হাতে আসা)– বইটা এখনো আমার হাতে পড়েনি।
১০. হাত আসা (অভ্যস্ত হওয়া)– অনেক কাজ একই সঙ্গে করলে কোনোটাতে হাত আসে না।
হাতে আসা (দখলে আসা)– জমিটা আমার হাতে এসেছে।
১১. গা তোলা (ওঠা)– খাবার এসেছে, গা তুলুন।
গায়ে তোলা (পরিধান করা)– এ কাপড় আমি গায়ে তুলব না।
১২. চোখ দেখা (চোখ পরীক্ষা করা)– ডাক্তার আমার চোখ দেখেছেন।
চোখে দেখা (দেখা)– চোখে দেখিস না বুঝি!
১৩. হাত করা (বাধ্য করা)– চাকরটাকে হাত করে চোর ঘরে ঢুকেছে।
হাতে করা (গ্রহণ করা)– অসদুপায়ের রোজগার আমি হাতে করব না।
১৪. হাত তোলা (প্রহার করা)– গরিবের গায়ে হাত তোলা উচিত নয়।
হাতে তোলা (কৃপার দান)– কারো হাতে-তোলা খেয়ে আমি জীবন কাটাতে চাই না।
১৫. মাথা করা (নষ্ট করা)– কাজ কর, না মাথা কর?
মাথায় করা (প্রশ্রয় দেওয়া)– ছেলেটাকে এত বেশি মাথায় করবেন না।
১৬. মন নেওয়া (অন্তর জয় করা)– সরলতার গুণে সে সবার মন নিয়েছে।
মনে নেওয়া (মনে করা)– অনেক কথা বললাম, কিছু মনে নেবেন না।
১৭. মন জানা (অন্তর জানা)– এতদিনেও তার মন জানতে পারনি!
মনে জানা (অনুভব করা)– তিনি সবই মনে জেনেছেন।
১৮. গায়ে পড়া (গা স্পর্শ করা)– থুথু কি তোমার গায়ে পড়েছে?
গায়ে-পড়া (অতি মিশুক)– এমন গায়ে-পড়া ছেলে খুব দেখা যায় না।
১৯. গা-সওয়া (অভ্যস্ত)– এর পাগলামি সবার গা-সওয়া হয়ে গেছে।
গায়ে সওয়া (সহ্য হওয়া)– সাংঘাতিক গরম পড়েছে, গায়ে সয় না।
২০. মদ ধরা (মদ্যপান আরম্ভ করা)– লোকটা শেষ পর্যন্ত মদ ধরেছে।
মদে ধরা (মদে নেশাগ্রস্ত হওয়া)– তাকে মদে ধরেছে।
২১. টিকে থাকা (অস্তিত্ব বজায় রাখা)– পড়তার বাজারেও ব্যবসাটি টিকে আছে।
টিকে যাওয়া (সফল হওয়া)– প্রবল প্রতিযোগিতার মুখেও সে টিকে গেছে।
২২. পাতা ঝরা (পাতা পতিত হওয়া)– গাছটার শুকনো পাতাগুলো ঝরছে।
পাতায় ঝরা (পাতার উপর ঝরে পড়া)– পাতায় ঝরা শিশির বিন্দু চকচক করছে।

একই শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ

অঙ্ক

০১. সংখ্যা – টাকার অঙ্ক কত হবে?
০২. আঁক – অঙ্কটা কষ।
০৩. চিহ্ন – পদাঙ্ক (পদচিহ্ন) অনুসরণ কর।
০৪. কোল – শিশুকন্যাটিকে অঙ্কে নিয়ে জননী আদর করছেন।
০৫. নাটকের প্রধান পরিচ্ছেদ – এ নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি খুব করুণ।

অচল

০১. গতিহীন – শরীর অচল হয়ে পড়েছে।
০২. একনিষ্ঠ – ঈশ্বরে অচল ভক্তি হোক।
০৩. মেকি, অব্যবহার্য – এ অচল টাকা কে নেবে?
০৪. অপ্রচলিত – হাজার টাকার নোট এখন অচল।
০৫. নির্বাহ করা কঠিন – অর্থের অভাবে সংসার অচল হয়ে গেছে
০৬. পর্বত – 'উচল বলিয়া অচলে বাড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।'

গুণ

১. ধর্ম – দ্রব্যের গুণ জানতে হয়।
২. ক্রিয়া – ওষুধে গুণ করেছে।
৩. উৎকর্ষ – তুমি তো নিজের গুণকীর্তন করেছ।
৪. উপকার – শিক্ষার গুণ অনেক।
৫. দড়ি – মাঝিরা নৌকায় গুণ টেনে এসেছে।

অন্তর

০১. মন – 'অন্তর মম বিকশিত কর'।
০২. অন্য – তিনি দেশান্তরে গিয়েছেন।
০৩. ব্যবধান, পার্থক্য – এখান থেকে এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর বাস ছাড়ে।
০৪. আত্মীয় – 'অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে।'

কূট

০১. কুটিল – তার কূট বুদ্ধির সঙ্গে পারবে কেন?
০২. জটিল – এটা কূট প্রশ্ন, উত্তর দেওয়া কঠিন।
০৩. কপট, জাল – কূট সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে এসে ধরা পড়েছে।
০৪. পর্বতশৃঙ্গ – পর্বতকূটে আরোহণ করা দুরূহ।

ধর্ম

০১. সৎকাজ, পুণ্যকাজ – অহিংসা পরম ধর্ম।
০২. সুনীতি – এটা ধর্মসংগত কাজ।
০৩. স্বভাব – মানুষ ও পশুর ধর্ম পৃথক।
০৪. সম্প্রদায় বিশেষের উপাসনা – প্রত্যেক ধর্মই মানুষের চরিত্র উন্নত করে।

পক্ষ

০১. দল – তুমি কোন পক্ষে?
০২. মাসার্ধ – দুই পক্ষ নিয়ে মাস।
০৩. পাখির ডানা – যাদের পক্ষ আছে তাদের পাখি বলে।
০৪. বিয়ের সংখ্যা – ছেলেটি তার প্রথম পক্ষের সন্তান।

CamScanner

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

...শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ বলতে কী বোঝ? বুঝিয়ে লেখ।
...: আলোচনা অংশে দ্রষ্টব্য।

...' ও 'অচল' শব্দ দুটির ভিন্নার্থের প্রয়োগ বাক্যের মাধ্যমে দেখাও।
...: আলোচনা অংশে দ্রষ্টব্য।

০৩. বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বলতে কী বোঝ? এদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৪. 'হাত' শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ দেখাও।
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

...বড় মুখ নয় তত বড় কথা' এখানে 'মুখ' বলতে কী বোঝাচ্ছে– [F ১৬-১৭]
ক. অনুভূতি খ. গালি গ. প্রত্যাশা ঘ. শক্তি উ: (ঘ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

...বাক্যে 'মাথা' শব্দটি বুদ্ধি অর্থ ব্যবহৃত? [B-১৫-১৬]
ক. তিনি সমাজের মাথা খ. মাথা খাটিয়ে কাজ কর
গ. ...জ্জায় মাথা কাটা গেল ঘ. মাথা নেই তার মাথা কাটা উ: (খ)

...টি উত্তর মুখে প্রবাহিত' এখানে 'মুখ' কোন অর্থে প্রকাশ করেছে? [C-১৫-১৬]
ক. প্রত্যঙ্গ বিশেষ খ. মর্যাদা
গ. দিক ঘ. চাক্ষুষ উ: (গ)

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বুঝি না বাপু এ তোমার কেমন ধারা।' এখানে 'ধারা' অর্থ– [খ-১৫-১৬]
ক. বর্ষণ খ. আইন গ. আচরণ ঘ. ঝুঁকি উ: (গ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মাথা ব্যথা' শব্দ দুটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [D ১৮-১৯]
ক. আগ্রহ খ. রোগবিশেষ গ. দায়িত্ব গ্রহণ ঘ. ভাবনা উ: (ক)

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ছাত্রটি অঙ্কে বেশ পাকা।' এখানে 'পাকা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [C -১৩-১৪]
ক. মেধাবী খ. অভিজ্ঞ গ. বিশেষজ্ঞ ঘ. খাঁটি উ: (খ)

SELF TEST

...র মাথায় হাত বুলিয়েছ' এখানে 'মাথা' শব্দের অর্থ–
ক. স্বভাব নষ্ট করা খ. স্পর্ধা বাড়া
গ. ফাঁকি দেওয়া ঘ. কোনো উপায়ে

...মাথা খাও, ভুলিও না খেয়ো মনে করে।' 'মাথা খাও' বলতে বোঝানো হয়েছে?
ক. মাথা খাওয়া খ. মাথা ধরা গ. মাথার দিব্যি ঘ. মাথা ব্যথা

...তোমার মাথা খেয়েছে।' এ বাক্যে 'খাওয়ার' অর্থ কী?
ক. মস্তক কামড়ে খাওয়া খ. সর্বনাশ করা
গ. পাগলামি করা ঘ. মাথায় আঘাত করা

...এ ব্যাপারে তোমার কোনো হাত নেই' এখানে 'হাত' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. যশ খ. কর্তৃত্ব গ. জ্ঞান ঘ. অভিজ্ঞতা

...ডাক্তার সাহেবের হাতযশ ভালো'। এ বাক্যে 'হাত' ব্যবহৃত হয়েছে–
ক. অধিকার অর্থে খ. বশ অর্থে গ. অভ্যাস অর্থে ঘ. নিপুণতা

...সে মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ উদ্ধার করে।' এখানে 'হাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে–
ক. কৌশল অর্থে খ. দক্ষতা অর্থে
গ. ফাঁকি অর্থে ঘ. ঘনিষ্ঠতা অর্থে

... 'পা চালাও' বলতে বোঝায়–
ক. লাথি মারো খ. পায়ের কাজ করো
গ. দ্রুত চলো ঘ. পা কাজে লাগাও

... কোন বাক্যে 'পা' শব্দটি অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত?
ক. ভাই, কারো পায়ে ধরো না খ. উপোস করবো তবু কারো পা চাটবো না
গ. হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না ঘ. সাহেবের পায়ে তেল দিয়ে সে প্রমোশন পেল

... নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে চাও?' এখানে 'নাক' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. নাসিকা খ. লজ্জাজনক শাস্তি গ. অবজ্ঞা করা ঘ. ক্ষতি স্বীকার

... নিচের কোন শব্দটি 'দক্ষ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. পাকা আম খেতে মিষ্টি খ. ছেলেটি অঙ্কে পাকা
গ. পাকা সোনায় খাদ থাকে না ঘ. শাড়িটির রং পাকা

... কোনটির অর্থ পক্ব অর্থে প্রকাশ পায়?
ক. পাকা বাড়ি খ. পাকা রং গ. পাকা কাজ ঘ. পাকা আম

... কোন বাক্যে 'বড়' শব্দটি 'ধনী' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. সেলিম সাহেব একজন বড়লোক
খ. সেলিম সাহেব বড় ঘরে বিয়ে করেছেন
গ. সেলিম সাহেব বড় মনের অধিকারী
ঘ. সেলিম সাহেব বড় ভালো মানুষ

১৩. 'সাহায্যের অভাবে স্কুলটি উঠে গেছে।' বাক্যে 'উঠে' শব্দের অর্থ–
ক. ভেঙে পড়া খ. বন্ধ হওয়া
গ. স্থানান্তরিত হওয়া ঘ. উন্নতি করা

১৪. কোন বাক্যে 'ছাড়া' শব্দটি ত্যাগ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. আমি ভাই হাল ছেড়ে দিয়েছি খ. ঝগড়া করে শিকদার সাহেব চাকরি ছেড়েছেন
গ. ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে ঘ. ঝর্ণা গলা ছেড়ে গান গাচ্ছে

১৫. 'টাকাটা ধার দিয়ে তুমি আমার মুখ রেখেছ।' এ বাক্যে 'মুখ' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. আধিপত্য খ. সুনাম
গ. মূল্য ঘ. সম্মান

১৬. 'ছেলেটি তার প্রথম পক্ষের সন্তান।' এখানে 'পক্ষ' শব্দটি কী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. বিয়ের সংখ্যা খ. দল
গ. পাখির ঘ. মাসার্ধ

১৭. 'মাথা ঘামানো' শব্দে মাথা কী অর্থে প্রয়োগ হয়েছে?
ক. দায়িত্ব গ্রহণ খ. মাথা ব্যথা
গ. মাথা দেওয়া ঘ. ভাবনা করা

১৮. 'একেবারে পাকা হাতের লেখা।' এখানে 'পাকা হাতের' অর্থ কী?
ক. হক নষ্ট করা খ. দক্ষ লেখকের
গ. সংকল্প করা ঘ. উপায় দেখা

১৯. 'কার্য বিরতি' অর্থে 'হাত' শব্দের ব্যবহার কোনটি?
ক. হাত টান খ. হাত ছাড়া
গ. হাত গুটানো ঘ. হাত করা

২০. 'সাহস' নিচের কোন শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে?
ক. বুকের পাটা খ. বুক ফাটা
গ. বুক বাঁধা ঘ. বুক পাতা

OMR

20. ⒶⒷⒸⒹ	19. ⒶⒷⒸⒹ	18. ⒶⒷⒸⒹ	17. ⒶⒷⒸⒹ	16. ⒶⒷⒸⒹ
15. ⒶⒷⒸⒹ	14. ⒶⒷⒸⒹ	13. ⒶⒷⒸⒹ	12. ⒶⒷⒸⒹ	11. ⒶⒷⒸⒹ
10. ⒶⒷⒸⒹ	09. ⒶⒷⒸⒹ	08. ⒶⒷⒸⒹ	07. ⒶⒷⒸⒹ	06. ⒶⒷⒸⒹ
05. ⒶⒷⒸⒹ	04. ⒶⒷⒸⒹ	03. ⒶⒷⒸⒹ	02. ⒶⒷⒸⒹ	01. ⒶⒷⒸⒹ

Answer

২০.ক	১৯.গ	১৮.খ	১৭.ঘ	১৬.ক	১৫.ঘ	১৪.গ	১৩.খ	১২.ক	১১.ঘ
১০.খ	০৯.ঘ	০৮.গ	০৭.গ	০৬.ক	০৫.ঘ	০৪.খ	০৩.খ	০২.গ	০১.গ